দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 SEP 1992
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ক্লাস শুরু ঃ ক্যাম্পাস শান্ত

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের পর দুই দিনের ছুটি শেষে গতকাল (সোমবার) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তবু ক্যাম্পাসে পুলিশ ও বিডিআর-এর প্রহরা জোরদার করা হইয়াছে। বিভিন্ন হলে সন্ত্রাসীদের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করিয়া নোটিস টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসবিরোধী মিছিল, সমাবেশের আয়োজন করে। তবে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের তেমন উপস্থিতি চোখে পড়ে নাই। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গতকাল অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে এক ছাত্র সভার আয়োজন করে। সভায় বলা হয়, প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা এবং ছাত্রদলের কমিটি বাতিল করিয়া কার্যতঃ স্বীকার করিলেন ছাত্রদল সন্ত্রাস করে। মামুন ও মাহমুদের হত্যাকারীসহ বিভিন্ন খুনের ঘটনায় জড়িতরা অবিলম্বে গ্রেফতার হইলে প্রধনমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত প্রশংসা পাইবে। জিয়াউল হক জিয়ার সভাপতিত্বে (২য় পৃঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস শান্ত

(১ম পৃঃ পর)

অনুষ্ঠিত এই সভায় ওবায়েদুল হক চুন্নু, আবদুল্লা আল কাফি, মোস্তাক আলম টুলু ও রফিকুল ইসলাম কাজল প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভার পূর্বে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস বিরোধী মিছিল বাহির করা হয়।

ছাত্রলীগ (লু-আ) ক্যাম্পাসে মিছিল শেষে জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে এক ছাত্রসভার আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি খন্দকার লুৎফর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, আসাদুর রহমান আসাদ, ইকবাল হোসেন, রকিব উদ্দিন চৌধুরী মুন্না প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় পঞ্চগড় ও পার্বতীপুরে সংগঠনের কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

ছাত্রলীগের (ম-ই) সভাপতি মঈনুদ্দিন হাসান চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিজান, লিটন, মির্জা গালিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর জননেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করিলেও প্রধানমন্ত্রী এই উদ্যোগে সাড়া দেন নাই। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, শেখ হাসিনার এই উদ্যোগ লোক দেখানো এবং ইহা সমাধানের পথ নয়। অথচ আজ শেখ হাসিনার প্রদর্শিত পথেই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজিতে হইতেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, শুধুমাত্র ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বিলুপ্ত এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করিয়া সমস্যার সমাধান করা যাইবে না। সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসীচক্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। বিবৃতিতে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা সিটি করপোরেশনের মেয়র মির্জা আব্বাসের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বলা হয়। নিজের দলের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য অন্যকে দায়ী করা অসুস্থ এবং বিকৃত দলীয় মানসিকতার বহিঃ প্রকাশ।

ছাত্রলীগ (ম-ই) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পৃথক বিবৃতিতে অনুরূপ বক্তব্য প্রদান করিয়াছে।

বাসদ আহ্বায়ক খালেকুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন, ছাত্রদলের কমিটি বাতিল করা নিছক আভ্যন্তরীণ ও সাংগঠনিক ব্যাপার। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার এবং প্রকৃত খুনীদের গ্রেফতার না করা হইলে আগামীতে সন্ত্রাস আরও বৃদ্ধি পাইবে।

মুসলিম লীগ সভাপতি মুহাম্মদ আয়েনউদ্দিন ও মহাসচিব এম, এ সালাম এক বিবৃতিতে বলেন, ক্যাম্পাসে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর প্রধানমন্ত্রী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটি বাতিল ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র দলের কার্যক্রম স্থগিত রাখার যে সিদ্ধান্ত নিয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী এবং অভিনন্দনযোগ্য।